অভাবের জ্ঞান সম্পর্কে ন্যায় ও মীমাংসক মত ব্যাক্ত কর।

মীমাংসক মত ঃ অভাবের জ্ঞান কিভাবে হয় এই নিয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অন্নংভট্টের মতে অভাবের জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। অভাবের গ্রাহক প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ। এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত হল, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় সেই একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, আর এক্ষেত্রে সন্নিকর্ষটি হল বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ।

কিন্তু ভাট্ট মীমাংসক মতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনই এমন যে তারা কেবল ভাব পদার্থ গ্রহণে সক্ষম। কোন অভাব পদার্থ তারা গ্রহণ করতে পারে না। তাই অভাব পদার্থের গ্রাহক প্রমাণ হল ‘অভাব’ বা ‘অনুপলব্ধি’। চক্ষু উন্মীলন, আলোক, আত্মমনঃসংযোগ, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ আদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকলেও যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, তাহলে ঐ উপলব্ধির অভাবের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে - সেখানে ঘট নেই। যদি উক্ত কারণসমূহের উপস্থিতিকালে ঐ স্থানে ঘট থাকতো, তাহলে ভুতলাদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ঘটেরও প্রত্যক্ষ হত। এই ঘটের অনুপলব্ধি ঘটের অভাবজ্ঞানেতে প্রমাণ। অভাবের সহিত চক্ষুর কখনো সন্নিকর্ষই হয় না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষেই সমর্থ হয়। যে পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না, সে পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। চক্ষুর সহিত ইন্ত্রিয়ের সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ হতে পারে না। সংযোগ কেবল দুটি দ্রব্যেই হয়, আর সমবায় কতিপয় যুগ্ম ভাবপদার্থের মধ্যে হয়। ঘটাভাব দ্রব্য নয়, আবার তা স্বীকৃত যুগ্ম ভাবপদার্থের অন্তর্গতও নয়। সুতরাং ঘটাভাবের সহিত চক্ষুর সংযোগ সম্বন্ধও হবে না, আবার সমবায় সম্বন্ধও স্থাপিত হবে না।

তাহলে চক্ষুর দ্বারা ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হবে কিভাবে ? ন্যায়মতে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হতেই পারে না। কারণ, সম্বন্ধের পরিচায়ক তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) সম্বন্ধ দ্বিনিষ্ঠ হবে, (২) সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয় ভিন্ন হবে এবং (৩) সম্বন্ধ এক হয়। যেমন সংযোগ একটি সম্বন্ধ। কারণ তার উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই আছে। যেমন পুস্তকের সাথে হাতের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। কেননা, ঐ সংযোগ পুস্তক ও হাত উভয়ে সমবায় সম্বন্ধ আশ্রিত, কারণ সংযোগ গুণ পদার্থ, আর পুস্তক ও হাত দ্রব্য পদার্থ। আমরা জানি দ্রব্য ও গুণের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত। আবার ঐ সংযোগ পুস্তক ও হাত এই উভয় হতে ভিন্ন। কারণ সংযোগ গুণ পদার্থ, আর পুস্তক ও হাত দ্রব্য পদার্থ। আর সবশেষে ঐ সংযোগ এক হয়। সমবায় সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। মীমাংসক মতে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে যদি উক্ত তিনটি পরিচায়ক থাকে তাহলে তা অবশ্যই সম্বন্ধ হবে। কিন্তু সম্বন্ধ নির্ণায়ক কোন পরিচয়ই বিশেষ্য-বিশেষণভাবে থাকে না। তাই তা সম্বন্ধরূপে পরিগণিত হতে পারে না।

বিশেষ্য-বিশেষণভাব দ্বারা একটি সম্বন্ধ বোধিত হতে পারে না। ভাব শব্দটি বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় শব্দের সহিত আলাদা আলাদা ভাবে অন্বিত হয়। তাই এক্ষেত্রে দুটি সম্বন্ধই বোধিত হয়। বিশ্যেষেরভাব বিশেষ্যতা, আর বিশেষণেরভাব বিশেষণতা। এই বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা আলাদা হওয়ায় বিশেষ্য-বিশেষণভাব এক নয়। আবার বিশেষ্যতা কেবল বিশেষ্যে থাকে, বিশেষণতা কেবল বিশেষণে থাকে, তাই এই দুটি সম্বন্ধকে দ্বিনিষ্ঠ বলা যাবে না। আবার বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা হতে অতিরিক্ত কিছুও নয়। ভূতলনিষ্ঠ বিশেষ্যতা ভুতলস্বরূপ এবং ঘটনিষ্ঠ বিশেষণতা ঘটস্বরূপ। ফলে বিশেষ্য-বিশেষণভাবে সম্বন্ধের পরিচায়ক একটিও বৈশিষ্ট্য নেই। ঠিক একই ভাবে ‘ভুতলং ঘটাভাববৎ’ এই জ্ঞনেতে বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকলেও তা একটি নয়, উভয়াশ্রিতও নয় এবং উভয়সম্বন্ধী হতে ভিন্নও নয়। ফলে বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। মীমাংসকমতে, যদি বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ না হয়, তাহলে অভাবের গ্রাহক প্রত্যক্ষে তা সন্নিকর্ষ হবে কিভাবে ? অগত্যা স্বীকার করতে হবে যে অভাব জ্ঞানেতে অনুপলব্ধিই প্রমাণ।

মীমাংসকমতে, যদিও অভাব জ্ঞানেতে প্রমাণ হল অনুপলব্ধি, তাহলেও এই অনুপলব্ধিকে হতে হবে যোগ্য অনুপলব্ধি। অনুপলব্ধির যোগ্যতা হচ্ছে ‘তর্কিত প্রতিযোগিসত্ত্ব প্রসঞ্জিত প্রতিযোগিকত্ব’ অর্থাৎ প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর ব্যাপ্য ব্যতীত উপলব্ধির যাবতীয় কারণ সামগ্রী উপস্থিত থাকলে যদি কোন স্থলে অভাবের প্রতিযোগী সত্ত্ব অপাদান দ্বারা সে প্রতিযোগীর উপলব্ধি আপাদিত হয়, তাহলে সেই অভাবের প্রতি সেই অনুপলব্ধি হবে যোগ্য অনুপলব্ধি। যখন চাক্ষুস প্রত্যক্ষের যাবতীয় কারণ সামগ্রী উপস্থিত থাকলেও ঘটের উপলব্ধি হয় না, তখন ‘যদি ভূতলে ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট থাকত, তাহলে অবশ্যই ঘটের উপলব্ধি হত’ এরূপ তর্কও উপস্থিত থাকে, তাহলে ঘটের ঐ অনুপলব্ধি যোগ্য অনুপলব্ধি। ঐ অনুপলব্ধির দ্বারাই ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়। অন্ধকার ঘরে ঘট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, তাহলে এই অনুপলব্ধি অযোগ্য অনুপলব্ধি। এর দ্বারা ঘটাভাবের জ্ঞান হয় না।

ন্যায় মত ঃ অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহদীপিকাটীকা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ভাব পদার্থের মত অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষই অভাব গ্রাহক প্রমাণ। অভাবের প্রত্যক্ষ হয় বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা। সাধারণত অভাব যে অধিকরণে থাকে তার বিশেষণ হয়। যেমন 'ভূতলটি ঘটাভাব বিশিষ্ট'('ঘটাভাববৎ ভূতলম্') এভাবে যখন ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতলের(বিশেষ্যের) সংযোগ হয় এবং ঘটাভাব সেই ভূতলের বিশেষণ হয়। এভাবে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং অনুপলব্ধিকে অভাব জ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট আরো বলেন, জ্ঞানে অভাব বিশেষণ হলে অভাবের প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হয় বিশেষণতা, আর অভাব যদি বিশেষ্য হয় তাহলে সেই অভাব প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হবে বিশেষ্যতা। 'ভূতলটি ঘটাভাব বিশিষ্ট'('ঘটাভাববৎ ভূতলম্') - এভাবে অভাবের জ্ঞান হলে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়, যেহেতু এরূপ জ্ঞানে ঘটাভাব বিশেষণ হয়। 'ভূতলে ঘটাভাব' ('ভূতলে ঘটো নাস্তি') - এভাবে অভাবের জ্ঞান হলে বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ হয়, যেহেতু এই জ্ঞানে ঘটাভাব বিশেষ্য হয়। বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা অতিরিক্ত সম্বন্ধ নয়। বিশেষণতা বিশেষণস্বরূপ, আর বিশেষ্যতা বিশেষ্যস্বরূপ। ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ ভূতল ও ঘটাভাব হতে ভিন্ন কিছু নয়। তা ভূতল ও ঘটাভাব স্বরূপ। এটি স্বরূপ সম্বন্ধ। এই স্বরূপ সম্বন্ধই বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা।

এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাটীকাতে বলেন,‘এতেন অনুপলব্ধেঃ প্রমাণান্তরত্বং নিরস্তম্’- অর্থাৎ অভাবের জ্ঞান যেহেতু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় যা আমরা এইমাত্র দেখতে পেলাম - এর দ্বারাই ‘অনুপলব্ধি যে স্বতন্ত্র প্রমাণ’(মীমাংসক মত) তা খণ্ডিত হল। অন্নংভট্ট বলেন, ‘ভূতলে ঘটাভাব’ এরূপ ঘটাভাবের জ্ঞান স্থলে ঘটের অনুপলব্ধি হলেও ঐ অনুপলব্ধিকে অভাব জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। ঘটাভাব যে অধিকরণে থাকে, সে অধিকরণের জ্ঞানের জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত হয়।

অন্নংভট্ট বলেন, ‘যদি ভূতলে ঘট থাকত, তাহলে ভূতলের মত ঘটও প্রত্যক্ষ হত, যেহেতু ঘটের প্রত্যক্ষ হচ্ছে না, সুতরাং সেখানে ঘট নেই’ - এরূপ তর্কপ্রসূত প্রতিযোগিসত্ত্ব বিরোধী অনুপলব্ধি সহকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভাব জ্ঞানের উপপত্তি হয়ে যায় বলে, অনুপলব্ধিকে আর স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে কারণ বলে স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে অভাব জ্ঞানের কারণ বললে লাঘব হয়। তাই অন্নংভট্ট বলেন, অভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই গৃহীত হয় বা বলতে পারি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হয়। অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় করণ এবং অনুপলব্ধি সহকারী কারণ হয়। অভাবের অধিকরণের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত হয় বলে ইন্দ্রিয়ই অভাব জ্ঞানের করণ হয়। সুতরাং অনুপলব্ধিকে অভাব জ্ঞানের করণ বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও নেই। তাই অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে পারে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ